আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক নীতিমালা ২০১৬ **(খসড়া)**

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে বিশেষ অবদান (outstanding contribution for protection and promotion of mother languages), মাতৃভাষার চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক নীতিমালা ২০১৬' এতদ্বারা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জারি করা হলো।

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও কর্ম এলাকা
(১) এই নীতিমালা "আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক নীতিমালা ২০১৬" নামে অভিহিত হবে।
(২) বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশ।
(৩) তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নীতিমালা দ্বারা নির্দেশিত/ সংজ্ঞায়িত হবে—

(১) "ইনস্টিটিউট" অর্থ 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন ২০১০'-এর ধারা ৩ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত "আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট"।

(২) "আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক" অর্থ এই নীতিমালার আওতায় আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক—মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশে বিশেষ অবদান, মাতৃভাষার চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশি ও বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার অনুকূলে প্রদত্ত পুরস্কার।

(৩) "সম্মাননাপত্র" বলতে পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার অনুকূলে ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদেয় সনদ (Certificate)।

(৪) "আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটি" অর্থ পদক প্রদানের নিমিত্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার আবেদন বা প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণের জন্য আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত অনধিক ১১ (এগারো) সদস্যের কমিটি।

(৫) "শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিটি" অর্থ পদক প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশ চূড়ান্তকরণ ও মনোনয়নের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত অনধিক ০৯ (নয়) সদস্যের কমিটি।

(৬) "মহাপরিচালক" অর্থ আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন ২০১০'-এর ধারা ১০ মোতাবেক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মহাপরিচালক।

৩. পদকের নাম : 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক'।

৪. পদকের সংখ্যা : ২টি (জাতীয় ক্ষেত্রে ১টি এবং আর্ন্তজাতিকপর্যায়ে ১টি—ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার অনুকূলে প্রদেয়)।

৫. পদকের জন্য আবেদনের পদ্ধতি : জাতীয় ক্ষেত্রে পদকের জন্য প্রাথমিক আবেদন বা প্রস্তাব যে কোনো ব্যক্তি এবং সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক প্রেরণ করা যাবে।

৬. পদকের মান : পদক হিসেবে একটি ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র এবং ২,০০০ (দুই হাজার) ইউএস ডলার (US Dollar) অথবা বাংলাদেশী মুদ্রায় সমপরিমাণ টাকা/অর্থ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদনক্রমে 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক'- এর সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনে কম-বেশি করতে পারবেন।

৭. আবেদন বা প্রস্তাবের জন্য বিবেচ্য বিষয়াদি : (ক) নির্ধারিত ছকে ও তারিখের মধ্যে আবেদনপত্রের বা প্রস্তাবের ৩-কপি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে 'অভ্যন্তরীণ/আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কমিটি'র সদস্যসচিবের নিকট ডাকযোগে বা সরাসরি প্রেরণ করতে হবে; এর সফ্ট কপি (Soft

Copy) চাহিদামতে নির্ধারিত ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) আবেদনপত্রে বা প্রস্তাবে অসত্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য বা অস্পষ্ট বর্ণনা এবং নমুনা অনুযায়ী যথাযথ প্রমাণপত্র (Testimonials/Certificates) তাতে সংযোজিত না হলে সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) এ পদক প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রমের সকল বিষয়ে মন্ত্রণালয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত (Final and irrevocable) বলে গণ্য হবে।

(ঘ) কোনো শ্রেণিতে কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন আবেদন বা প্রস্তাব পাওয়া না গেলে বা আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে পদক প্রদান সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য স্থগিত থাকবে।

(ঙ) একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক'-এর জন্য একাধিকবার বিবেচিত হবেন না।

(চ) এই পদক মরণোত্তর (post-humous) প্রদেয় নয়। তবে প্রাপক হিসেবে নাম ঘোষণার পর কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে পরিবারের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে নির্ধারিত কেউ অথবা উত্তরাধিকারী না থাকলে উপযুক্ত কেউ তা গ্রহণ করতে পারবেন। এজন্য প্রচলিত নিয়মে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার বা ওয়ারিশান সনদে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিস্বাক্ষর থাকতে হবে।

৮. পদক প্রদানসংক্রান্ত কমিটি : প্রতিবছর যথাসময়ে 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক' প্রদান নিশ্চিতকরণার্থে দু'টি কমিটি কাজ করবে; এগুলোর নাম হবে- (ক) আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটি এবং (খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিটি।

আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটির রূপরেখা

১.	মহাপরিচালক, আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	:	সভাপতি
২.	পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা), আমাই	:	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	:	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	:	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মহাপরিচালকের নিচে নয়)	:	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)	:	সদস্য
৭.	চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৮.	সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন	:	সদস্য
৯-১০	একজন নারীসহ বিশিষ্ট ২-জন ব্যক্তি (মহাপরিচালক, আমাই কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ), আমাই	:	সদস্যসচিব

কর্মপরিধি

ক. কমিটি প্রতি বছর ০১ জুলাই জাতীয় পর্যায়ে আবেদন বা নাম-প্রস্তাব আহ্বানের জন্য এক বা একাধিক দৈনিক পত্রিকা এবং আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

খ. আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ৩১ আগস্টের মধ্যে নাম সংগ্রহের জন্য ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ. প্রাপ্ত আবেদনপত্র/নাম-প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক জাতীয় পর্যায়ে ২/৩টি এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ২টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা প্রণয়ন করে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

ঘ) মনোনয়ন প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিটির রূপরেখা

১.	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সভাপতি
২.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৭.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (মহাপরিচালকের নিচে নয়)	:	সদস্য
৯.	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্যসচিব

কর্মপরিধি

ক. আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তালিকা হতে জাতীয় পর্যায়ে ১টি নাম এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ১টি নাম চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ. কমিটি প্রয়োজনে যাচাই-বাছাই কমিটির প্রেরিত তালিকায় বর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে।

৯. পদক প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যয় : প্রতিবছর পদক প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বাজেটে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকবে। এ-বরাদ্দ নিশ্চিত করতে শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১০. পদক প্রদান-প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের সময়সূচি : পদক প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকৃতি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাপক-ব্যক্তির সমগ্র জীবনের বা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবদান বিবেচনায় নেয়া যাবে।

পদক প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সূচি হবে নিম্নরূপ:

ক.	আবেদন বা প্রস্তাব আহ্বান এবং সংগ্রহ (আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে) (এক বা একাধিক দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে)	:	০১ জুলাই
খ.	আবেদন বা প্রস্তাব জমা প্রদানের/সংগ্রহের শেষ দিন	:	৩১ আগস্ট
গ.	আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই	:	৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
ঘ.	মনোনীত নাম-প্রস্তাব ‘মন্ত্রণালয় কমিটি’র নিকট প্রেরণ	:	৩১ অক্টোবর
ঙ.	মন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	:	৩০ নভেম্বর
চ.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনয়ন অনুমোদন	:	৩১ ডিসেম্বর
ছ.	‘আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক’ ঘোষণা (এক বা একাধিক দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে)	:	১৫ জানুয়ারি
জ.	প্রকাশ্য অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে পদকপ্রদান	:	২১ ফেব্রুয়ারি

১১. পদক প্রাপকের উপাধি ব্যবহার : পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি(গণ) International Mother Language Institute Awardee হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং তাঁরা ইচ্ছে করলে নামের শেষে ‘IMLIA’ উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন।

(ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী)
মহাপরিচালক
আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট